যায়যায়দিন

তারিখ 19 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ৭ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

যায়যায়দি রিপোর্ট

রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন আরো ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে দুটি ঢাকায় ও ৫টি ঢাকার বাইরে। অভিযোগ উঠেছে, এবারো অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া নতুন এই ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০টি। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পাওয়া দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সোনারগাঁ ইউনিভার্সিটি। অপরটি ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি ডা. একে আজাদ খানের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্সেস।

ঢাকায় নতুন করে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকলেও রাজনৈতিক কারণে নতুন দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ইউজিসি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, ঢাকায় কোনোভাবেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া ঠিক নয়। এমনিতেই

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় : অনুমোদন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকায় অবস্থিত ৪৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা তৈরি করছে। এরপরও গত মার্চ মাসে ঢাকার মিরপুরের শাহ আলীবাগে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরের ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অনুমোদন দেয়া হয়। ওই সময় অনুমোদন পাওয়া অপর বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি।

ঢাকার বাইরে ছয় বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকার বাইরে অনুমোদন পাওয়া ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনায় নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। এর পেছনে আছেন খুলনার সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক। ফেনীতে দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস আলাউদ্দিন নাসিমের ফেনী ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীমের পোর্টসিটি ইউনিভার্সিটি, সিরাজগঞ্জে খাজা ইউনুস আলী ইউনিভার্সিটি এবং কুমিল্লায় ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি। শেষের দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক প্রবাসী বলে জানা গেছে।

১০৭টি আবেদন পর্যালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রণালয় এ সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে এ সরকারের আমলে গত মার্চ মাসে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বশেষ গত অক্টোবরে 'এগ্রিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়।